ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলাম, সবাই ভেবেছিল মারা গেছি : আমিশা

পৃঃ 7

ডিসেম্বরের সেরা ক্রিকেটার বুমরাহ

পৃঃ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০২৩ ● কলকাতা ● ০৯ মাঘ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ২৩ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

সুকান্তকে জবাব দিলেন 'ব্যস্ততম নেতা' শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পশ্চিমবঙ্গের 'ব্যস্ততম নেতা' বলেছেন নিজের দলের রাজ্য সভাপতি। এবার সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্যের জবাব দিলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে কেন তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি, তার কারণ জানালেন। এবং 'ব্যস্ততম নেতা' মন্তব্য নিয়েও জবাব দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা।

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ আর জি কর মামলার শুনানি এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিলেন

বেবি চক্রবর্তী

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথন এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার জানিয়েছেন এক সপ্তাহ পর অর্থাৎ আগামী ২৯শে জানুয়ারি বুধবার দুপুর দুটোয় আরজি কর মামলার শুনানি হবে। নতুন করে এই মামলার বিষয় নিজেদের বক্তব্য জানানোর আর্জি জানিয়েছিলেন অভয়ার বাবা-মা। সেই আর্জিকে মান্যতা দিয়েই বুধবার সর্বোচ্চ আদালতে মামলাটি শোনার কথা ছিল।

প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে বুধবার ৪২ নম্বরে মামলাটি ওঠার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী বুধবার হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ডিসেম্বর মাসে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আরজিকর ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার

এরপর ৩ পাতায়

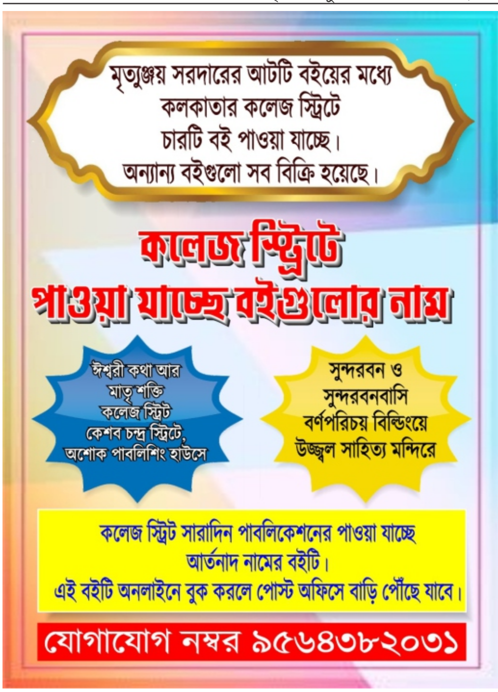

ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি বন্ধ করতে জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং পুলিশের

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

রাজ্যের আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রাজ্য সরকার ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে। তাই উড়িষ্যা ও ঝাড়খন্ড সীমানায় রাজ্য সরকারের নির্দেশে পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার যুগডিহা, ঝাড়খন্ড সীমান্ত লাগোয়া রঘুনাথপুর নাকা পয়েন্ট ও ফেঁকো এলাকার ৬ নং জাতীয় সড়কে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে আলু পাচার রুখতে কড়া নাকা চেকিং চলছিল। এদিন বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধীর নেতৃত্বে বেলিয়াবেড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে ফেঁকো এলাকার ৬ নং জাতীয় সড়কের উপর একাধিক মালবাহী গাড়িকে আটকে চেকিং শুরু করে। পাশাপাশি যাত্রীবাহী ও ছোট ছোট গাড়ি আটকেও চেকিং করা হয় যাতে শীতের মরশুমে জঙ্গলমহলে আশা পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে। বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লাহ হাসান বলেন, ঝাড়গ্রাম জেলার উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত লাগোয়া নাকা পয়েন্ট ছাড়াও ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট ১৬ টি জায়গায় নাকা পয়েন্ট করে মাল বোঝাই গাড়ি গুলিকে চেকিং করা হচ্ছে ভিন রাজ্যে আলু পাচার বন্ধ করতে। ঝাড়গ্রাম জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আলু বোঝায় গাড়ি নিয়ে যেতে হলে পুলিশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। কড়া নাকা চেকিং এর মধ্য দিয়েই ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি বন্ধ করতে আলু বোঝাই গাড়ি থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার মধ্যে যেখানে আলু নামানো হবে তার ভিডিওগ্রাফি করা হচ্ছে।

কর্নাটকের জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ৮, আহত ১০

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বুধবার ভোর রাতে কর্নাটকের উত্তর কন্নড় জেলার ৬৩ নম্বর জাতীয় সড়কে ফল বোঝাই ট্রাক উল্টে ৮ জন নিহত এবং আরো ১০ জন আহত হয়েছেন।জাতীয় সড়ক ধরে যাত্রীসহ প্রচুর ফল বোঝাই করে এল্লাপুরার দিকে যাবার সময় একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গার্ড ওয়াল্ড না থাকায় রাস্তা থেকে প্রায় ৫০ ফুট নিচে পড়ে যায় গাড়িটি। পুলিশ সূত্রে জানা যায় গাড়িটিতে মোট ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। তার মধ্যে ঘটনাস্থলেই ৮ জনের মৃত্যু হয় এবং ১০ জন আরও আহত হয়েছেন। পুলিশ এবং স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হুব্বাল্লির কেআইএমএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে নেমেছে পুলিশ।

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মেট্রো বাতিল থাকায় দুর্ভোগের শিকার হলেন যাত্রীরা

বেবি চক্রবর্তী

বুধবার দুপুরে পরপর তিনটে মেট্রো বাতিল থাকার জন্য সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে এক মহিলা যাত্রী দমদম স্টেশনে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছেন। কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে জানা গেছে " বুধবার দুপুর ১২ টা ৪০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের উদ্দেশ্যে একটি মেট্রো রওনা হওয়ার সময় যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। কিছুতেই মেট্রোটি স্টার্ট হচ্ছিল না। ফলে মেট্রো ফাঁকা করে দেওয়া হয়। লাইন থেকে রেকটি সরিয়ে দেওয়ার পর নতুন করে পরিসেবা চালু হয়। মাত্র ১০ মিনিটের ব্যবধানে পরের রেকটি রওনা দেয়"।

এই ঘটনার পর যাত্রীরা অভিযোগ করতে থাকেন তিনটে মেট্রো বাতিল হয়েছে নাকি অন্য কোন কারণে পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে সেই বিষয়ে স্পষ্ট না হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে দেখা যায়। যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পরপর তিনটে মেট্রো চালানো হলেও ভিড় সামাল দেওয়া যায়নি। দমদম স্টেশনে একটি মেট্রো ঢুকতেই যাত্রীরা হুড়হুড়ি করে তাতে উঠতে চেষ্টা করেন। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে ওই মেট্রোতে উঠতে যায় বেলঘরিয়ার বাসিন্দা পুতুল দে। সেই সময় পেছন থেকে অন্য যাত্রীরা ধাক্কা মারায় সঙ্গে সঙ্গে মেট্রোর ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জান তিনি। তাঁর পায়ে চোট লেগেছে বলে জানা গেছে। বেলঘরিয়ার ওই মহিলা ছাড়াও আরো কিছু যাত্রী মেট্রোয় উঠতে পারিনি বলে অভিযোগ।

এই বিষয়ে যদিও মেট্রোর এক আধিকারিক হুড়োহুড়ির কথা অস্বীকার করে জানিয়েছেন " যাত্রীদের মধ্যে কোন হুড়োহুড়ি দেখা যায়নি। আমরা প্রতিমুহূর্তে সিসি ক্যামেরায় নজর রেখেছি"।

(১ম পাতার পর)

শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ আর জি কর মামলার শুনানি এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিলেন

শুনানি হয়েছিল। জুনের তৃতীয় সপ্তাহে মামলাটি শোনা হবে বলে তখন আদালত জানিয়েছিল।

এদিকে গত সোমবার নিম্ন আদালত আরজিকর মামলায় দোষী সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। এই রায় কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে থাকে আদালত কেন আরজিকর ঘটনাকে "বিরলের মধ্যে বিরলতম" অপরাধ হিসাবে গণ্য করলো না। সেই জন্য কোন পক্ষই এই রায়তে খুশি নয়। যদিও নিম্ন আদালতে শুনানির শেষে রাজ্য সরকার হাইকোর্টে সঞ্জয়ের ফাঁসি চেয়ে মামলা করেছে। আগামী সোমবার হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি হবার কথা।

(১ম পাতার পর)

সুকান্তকে জবাব দিলেন 'ব্যস্ততম নেতা' শুভেন্দু

এরপরই এদিন বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে অনুপস্থিত থাকার কারণ নিয়ে তিনি বলেন, "আজ মেদিনীপুরে ডাক্তারদের সাসপেন্ডের বিরুদ্ধে কর্মসূচিতে ছিলাম। সবাই দেখেছেন। আর আমি সংগঠনের পোর্টফোলিও হোল্ডার নই। আমি বিরোধী দলনেতা। আমার কাজ সম্পর্কে আমি সচেতন।"মঙ্গলবার বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল-সহ অন্য পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। সেই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু। বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দুর অনুপস্থিতি নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন সুকান্ত।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি বলেন, "সাংগঠনিক বৈঠকে উনি কমফোর্ট ফিল করেন না। কারণ, আমাদের যে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সেটা অনেক দীর্ঘ হয়। তাঁর অনেক প্রোগ্রাম থাকে। উনি তো পশ্চিমবঙ্গের ব্যস্ততম নেতা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয়। সময় পাবেন কোথায়।"ইঙ্গিতপূর্ণ এই মন্তব্যে সুকান্ত কী বোঝাতে চাইলেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়। সেই জল্পনার মধ্যে তাঁকে নিয়ে সুকান্তর মন্তব্যের জবাব দিলেন শুভেন্দু। এদিন পানিহাটিতে তিলোত্তমার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে তিনি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরনোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শুভেন্দু বলেন, "যিনি একথা বলেছেন, তার ব্যাখ্যা তাঁকেই দিতে হবে। আমি দিতে পারব না।"

সিভিকের মামলা লড়তে এবার এগিয়ে এলেন বড় আইনজীবীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আরজি কর মামলায় নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়। সর্বোচ্চ শাস্তি নয়, তার আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন শিয়ালদহ আদালতের ফার্স্ট জাজ অনির্বাণ দাস। কিন্তু রায়দানের পর সোচ্চার হয়েছে বাংলা। সমাজের একাধিক স্তর থেকে অভিযোগ উঠছিল, সঞ্জয় একা দোষী নয়। আসল অপরাধীদের আড়াল করতেই ফাঁসানো হয়েছে সঞ্জয়কে।বুধবার হাইকোর্টে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে চলছে নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্যের মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সওয়াল জবাব, তখন অন্যদিকে হাইকোর্টে মামলা করতে হাজির আইনজীবী যশ জালান ও তাঁর সহযোগী। তাঁদের অভিযোগ, জেলে তাঁদের সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এদিন আদালতে অভিযোগও করেন ওই আইনজীবী।

সূত্রের খবর যশ নন, তাঁর সিনিয়র কোনও আইনজীবী এই মামলা লড়বেন। মামলাটি মৃত্যুদণ্ড বিরোধী কোন এন জিওর পক্ষ থেকে করা হবে। ভারতবর্ষে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে এই মুহূর্তে অনেক এন জিও কাজ করছে। তেমনই স্বেচ্ছেসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে মামলা করা হবে জানা যাচ্ছে। আদালতে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, সঞ্জয়কে 'বলির পাঁঠা' করা হয়েছে।এদিকে, সঞ্জয়ের ফাঁসির সাজার দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্ন আদালতের রায়ে অসন্তুষ্ট। এবার সঞ্জয় রায়ের হয়ে ব্যক্তিগতভাবে লড়াইয়ের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন এক আইনজীবী।

আইনজীবীদের একাংশের মতে, সঞ্জয়কে ফাঁসানো হয়েছে। রায়ে একাধিক জায়গা ধোঁয়াশা ঠেকেছে তাঁদের কাছে। সেই বিষয়টি উল্লেখ করেই মামলা লড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন যশ জালান নামে এই আইনজীবী।আরজি করের ঘটনার নৃশংসতা ও বিভৎসতায় বিরক্ত হয়ে শিয়ালদহ আদালতে সঞ্জয় রায়ের হয়ে কোনও আইনজীবীই মামলা লড়তে চাননি। শেষ পর্যন্ত লিগল এডের পক্ষ থেকে আইনজীবী দেওয়া হয়। আর জি কর মামলায়

এরপর ৪ পাতায়

মন্ত্রী মলয় ঘটকের বাড়িতে হামলা, ঘরে ঢুকে ভাঙচুর! আটক অভিযুক্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মন্ত্রী মলয় ঘটকের বাড়িতে আক্রমণ। ঘরে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তাঁকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলেও পৌঁছে গিয়েছেন পুলিশকর্তারা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস, এসিপি সেন্ট্রাল বিশ্বজিত নস্কর। মন্ত্রীর বাসভবনে পুলিশি নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে হামলা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।পুলিশ সূত্রে খবর, আসানসোলে মলয়ের আপকার গার্ডেনের দোতলা বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। ওই বাড়ির একতলায় মন্ত্রীর দফতর।

অভিযুক্ত ব্যক্তি সেখানেই গিয়েছিলেন। অভিযোগ, মন্ত্রীর অফিসের কাচের টেবিল ভেঙে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু কী কারণে মন্ত্রীর বাড়িতে হামলা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশের একটি সূত্রে খবর, মন্ত্রীর দফতরে কারও সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন অভিযুক্ত। সেই সময় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "সার্টিফিকেট করে দেবে বলেও এখনও দিল না!" এ কথা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তার পরেই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

সম্পাদকীয়

তৃণমূল শিক্ষা সেলে রদবদল, নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত?

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মান্য করেন, এবং তাঁকে সমর্থন করেন। এই কারণেই পড়তে হয়েছে দলের রোষানলে। বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল শিক্ষা সেলে রদবদল বিতর্কে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন তৃণমূলের একাধিক শিক্ষকনেতা। জেলা সভাপতিদের সুপারিশ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়েই পুনর্গঠন করা হয়েছে কমিটি।

পদ হারিয়ে শিক্ষক নেতা-নেত্রীদের প্রশ্ন - যাঁরা অভিষেককে সমর্থন করেন তাঁরা কি দলবিরোধী? পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অপসারিত সভাপতি সোনালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই লিস্টটি সমপূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিক। আমরা অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশ মেনে চলি। তিনি এত জনদরদি কাজ চলেছেন সেজন্য ওঁকে সাধুবাদ জানাই। অভিষেক ব্যানার্জিকে আমরা সাপোর্ট করি বলেই কি এই রোষানলে আমাদের পড়তে হল? তাহলে কি যারা অভিষেক ব্যানার্জিকে সাপোর্ট করবে তারা কি দলবিরোধী কাজ করছে? আমরা কি দলবিরোধী কাজ করছি? এই প্রশ্ন রইল।"আর জি করকাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নামা শিল্পীদের বয়কটের ডাক ঘিরে তৃণমূলের অন্দরেই স্পষ্ট হয়েছে বিভাজন। মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি প্রীতম হালদারকে বহিষ্কার করে দল। সেই মণিশঙ্করের ঠাঁই হয়নি এবারের নতুন কমিটিতে। ফেসবুকে ব্রাত্য বসু লিখেছেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমত্যানুসারে তথা নির্দেশে,তৃণমূল কংগ্রেসের ৩৫-টি সাংগঠনিক জেলা-সভাপতিদের (AITC)সুপারিশক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও তৃণমূলের শিক্ষক নেতাদের অভিযোগ, কাঁথি, আলিপুরদুয়ার, কৃষ্ণনগর সহ একাধিক সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদেরর সুপারিশ মানা হয়নি।দাবি করলেন তৃণমূল শিক্ষা সেলের চেয়ারম্যান ব্রাত্য বসুর। রদবদলে নতুন সমীকরণ? জল্পনা তুঙ্গে।

প্রতিবাদী শিল্পীদের বয়কট নিয়ে, তৃণমূলের অন্দরে যাকে বিতর্কিত পরিস্থিতি। কোন্দল থামাতে বার বার হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে। এরই মধ্যে এবার তৃণমূল শিক্ষা সেলে রদবদল ঘিরে দানা বাঁধল বিতর্ক। বাদ পড়ে মুখ খুললেন একাধিক শিক্ষক নেতা। তাহলে কি তৈরি হল নতুন সমীকরণ? উঠল প্রশ্ন। শাসক দলের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপা, পার্শ্বশিক্ষক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগঠন, একমকী, শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনের কমিটির রদবদলে ঘোষণা করেছেন তৃণমূলের শিক্ষা সেলের চেয়ারম্যান। নতুন কমিটিতে কারা আসছেন, সোশাল মিডিয়ায় তা জানিয়েছে ব্রাত্য বসু। এর পরই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন কমিটি থেকে বাদ পড়া বা জায়না না পাওয়া তৃণমূলের একাধিক শিক্ষকনেতা। তাঁদের দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে কাজ করার কারণেই তাঁদেরকে পড়তে হয়েছে দলের রোষানলে। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি মইদুল ইসলাম বলেন, "আশ্চর্যজনকভাবে মন্ত্রী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে আমার পোস্ট করি, তাঁর হয়ে সমর্থন করি, এটা মানে না। আমাদেরকে একাধিকবার হুমকি দেয়, কেন কেন এগুলো করে আমাদেরকে সরিয়ে দেয়া হবে। যারা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে পোস্ট করবে তার দলবিরোধী কাজ করছে, তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তাদের কোনও কাজ করতে হবে না। এরকম বিশৃঙ্খলা তৈরি করে আসছিলেন। আজকে তিনি আমাদের সেই সরিয়ে দিলেন।"

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সতেরাতম পর্ব)

আগে থেকেই ঐতিহাসিক তথ্যে কালীঘাট মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

তখন হুগলী নদী বা গঙ্গা বর্তমান প্রিন্সেপ ঘাটের বাঁদিকে বাঁক নিয়ে কালীঘাট, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, বৈষবঘাটার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিদ্যাধরী নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশতো। গঙ্গা ছিল বিশাল চওড়া ও গভীর। ঘন নিবিড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বিপুল জলধারা প্রবাহমান ছিল। এটাই ছিল তৎকালীন বঙ্গোপসাগরে যাবার জলপথ। তখন গঙ্গা প্রবাহিত হত কালী মন্দিরের পাশ দিয়ে। এই পথে ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

সিভিকের মামলা লড়তে এবার এগিয়ে এলেন বড় আইনজীবীরা

আপাতত সঞ্জয়কে একাই দোষী মনে করেছে আদালত। গত সোমবার যখন শিয়ালদহ আদালতের সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণা হচ্ছে, তখন তার ফাঁসির পক্ষে জোরাল সওয়াল করেছিলেন সিবিআই-এর আইনজীবী। কিন্তু সঞ্জয়ের যাতে সর্বোচ্চ সাজা না হয় তার জন্য লিগল এড নিযুক্ত আইনজীবী সেঁজুতি চক্রবর্তী ও কবিতা সরকার প্রাণপন চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের হাতিয়ার ছিল একটাই শব্দবন্ধ। শেষমেশ তাতেই মান্যতা দিয়ে বিচারক বলেন, ‘এই ঘটনা বিরলের মধ্যে বিরলতম নয়।’সঞ্জয়ের ফাঁসি হয়নি। তার আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এবার তার হয়ে উচ্চ আদালতে ব্যক্তিগত মামলা করতে চাইলেন জশ জালান নামে এক আইনজীবী। আইনজীবীদের অন্দরের প্রশ্ন উঠেছে, সঞ্জয়কে ফাঁসানো হয়েছে। রায়ে একাধিক জায়গা ধোঁয়াশা ঠেকেছে তাঁদের কাছে। তাই হাইকোর্টে নিজেরাই এসেছেন সঞ্জয়ের হয়ে লড়াই করতে। আইনজীবীদের একাংশ এটাও মনে করছে, সঞ্জয়কে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি। কারণ বিচারকের মতেও, ‘সঞ্জয়ের থেকে ভাল কেউ জানেন না, আসলে কী হয়েছে!’ তাই সত্যিই যদি কোনও মাথা থেকে থাকে, সত্যিই কাউকে আড়ালের প্রয়াস চলছে, সেক্ষেত্রেও সেই নাম জানার একমাত্র হাতিয়ার সঞ্জয়ই, মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অন্যদিকে আমার প্রেরিত দূত ব্যাধকে শিবলোকে নিয়ে এল। আর আমার দূতের দ্বারা আহত হয়ে যমদূত যমরাজকে নিয়ে আমার পুরদ্বারে উপস্থিত হল। দ্বারে শিবের অনুচর নন্দীকে দেখে যম তাকে সব ঘটনা বললেন। এই ব্যাধ সারা জীবন ধরে কুকর্ম করেছে। জানালেন যম। তার কথা শুনে নন্দী বললেন, ধর্মরাজ, এতে কোন সন্দেহই নেই যে ঐ ব্যাধ দুরাত্মা। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১১৮ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে আর যেমন আমাদের শাস্ত্রে সংসারের ক্ষেত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তেমনি আমাদের সব উৎসব এবং সংস্কৃতিও আধ্যাত্মিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রগুলিকে শক্তিশালী করে তোলে।

বন্ধুরা, এই মাসে আমরা পৌষ-শুক্ল দ্বাদশীর দিন রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পর্বের প্রথম বার্ষিকী পালন করেছি। এই বছর পৌষ-শুক্ল দ্বাদশী ১১ জানুয়ারি ছিল। এই দিন লাখ লাখ রামভক্ত অযোধ্যায় রামলালার সাক্ষাৎ দর্শন করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়েছেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বাদশীর এই বিশেষ দিন ভারতের সাংস্কৃতিক চেতনার পুনর্জাগরণের দ্বাদশী। এই জন্য পৌষ-শুক্ল দ্বাদশীর দিনটি এক ধরনের প্রতিষ্ঠা দ্বাদশীর দিনে পরিণত হয়েছে। বিকাশের পথে চলতে চলতে আমাদের এ ভাবেই নিজেদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং সেখান থেকে প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, ২০২৫-এর শুরুতেই ভারত মহাকাশের ক্ষেত্রেও অনেক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। আজ

(চতুর্থ পর্ব)

আমার এটা বলতে গিয়ে গর্ব হচ্ছে যে, একটি ভারতীয় স্পেস টেক স্টার্ট-আপ, বেঙ্গালুরুর পিক্সেল ভারতের প্রথম নিজস্ব স্যাটেলাইট কনস্টিলেশন ফায়ার ফ্লাই সাফল্যের সঙ্গে লঞ্চ করেছে। এই স্যাটেলাইট কনস্টিলেশন পৃথিবীর সবচেয়ে হাই রেজোলিউশন হাইপার স্পেকট্রাল স্যাটেলাইট কনস্টিলেশন। এই সাফল্য শুধুমাত্র ভারতকে আধুনিক স্পেস টেকনোলজিতে এগিয়ে দেয়নি, বরং এটা আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে একটা বড় পদক্ষেপ। এই সাফল্য আমাদের নিজেদের স্পেস সেক্টরের বাড়তে থাকা শক্তি আর ইনোভেশনের প্রতীক। আমি এই সাফল্যের জন্য পিক্সেলের সদস্য, ইসরো এবং ইনস্পেসকে সমগ্র দেশের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বন্ধুরা, কয়েক দিন আগে আমাদের বিজ্ঞানীরা স্পেস সেক্টরে আরেকটি বড় সাফল্য অর্জন করেছেন। আমাদের বিজ্ঞানীরা স্যাটেলাইটসের স্পেস ডকিং করিয়েছেন। যখন মহাকাশে দুটো স্পেসক্রাফ্ট কানেক্ট করা হয় তখন এই প্রক্রিয়াকে স্পেস ডকিং বলে। এই টেকনিক মহাকাশে স্পেস স্টেশনে সাপ্লাই পাঠানোর জন্য এবং ক্রু মিশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত এমন চতুর্থ দেশ, যে এই সাফল্য অর্জন করেছে।

বন্ধুরা, আমাদের বিজ্ঞানীরা মহাকাশে উদ্ভিদ রোপণে এবং সেগুলি জীবিত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সেই জন্য ইসরোর বিজ্ঞানীরা লোবিয়ার বীজকে নির্বাচন করেছেন। ৩০ ডিসেম্বরে পাঠানো এই বীজগুলি মহাকাশেই অঙ্কুরিত হয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক পরীক্ষা, যা ভবিষ্যতে মহাকাশে সব্জি উৎপাদনের পথ প্রশস্ত করবে। এই বিষয়টি অত্যন্ত ভেবে দেখার যে, আমাদের বিজ্ঞানীরা কত দূরের চিন্তাভাবনা করছেন।

বন্ধুরা, আমি আপনাদের আরও একটি অনুপ্রেরণামূলক উদ্যোগের কথা বলতে চাই। আইআইটি মাদ্রাজের ExTeM কেন্দ্র মহাকাশে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের জন্য নতুন প্রযুক্তির উপর কাজ করছে। এই কেন্দ্রটি মহাকাশে 3D-printed buildings, metal foams এবং optical fibre-এর মতো প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করছে। এই কেন্দ্র বিনা জলে কংক্রিট নির্মাণের মতো

(ক্রমশঃ)

২০২৫-২৬ মরশুমে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটি ২০২৫-২৬ বিপণন মরশুমে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে অনুমোদন দিয়েছে।

এই মরশুমে কাঁচা পাট (টিডি-৩ গ্রেড) - এর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারিত হয়েছে কুইন্টাল প্রতি ৫ হাজার ৬৫০ টাকা, যা গড় উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় ৬৬.৮ শতাংশ বেশি। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী, কৃষি পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের অন্তত দেড় গুণ হতে হবে।

২০২৫-২৬ বিপণন মরশুমে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আগের মরশুমের তুলনায় কুইন্টাল প্রতি ৩১৫ টাকা বেশি। ২০১৪-১৫'য় কুইন্টাল প্রতি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল ২ হাজার ৪০০ টাকা।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাবদ ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত কৃষকদের ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত এ বাবদ ৪৪১ কোটি টাকা দেওয়া হয়।

পাট শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ৪০ লক্ষ কৃষক পরিবার। পাটকল ও বাণিজ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ৪ লক্ষ শ্রমিক। গত বছর ১ লক্ষ ৭০ হাজার কৃষকের থেকে পাট কেনা হয়েছে। পাট চাষীদের মধ্যে ৮২ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গের। বাকিরা রয়েছেন মূলত আসাম ও বিহারে।

পাট চাষের ক্ষেত্রে মূল্য সহায়তা এবং ক্ষতি পূরণের বিষয়টির দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

মণিপুরে যে কারণে বিজেপি জোট ছাড়লেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের মণিপুর রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) সরকার থেকে বেরিয়ে গেছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের দল জনতা দল-ইউনাইটেড (জেডিইউ)।

অন্য রাজ্য বিহারে বিজেপি ও জেডিইউ একসঙ্গে সরকার চালালেও মণিপুরে বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করল নীতিশের দল।

তবে এতে মণিপুরে বিজেপির সরকার চালাতে কোনও অসুবিধা হবে না। কারণ ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ'র এতদিন ৪৬ জন সদস্য ছিলেন। জোটে জেডিইউ'র সদস্য মাত্র একজন। জোট থেকে দলটি সরে যাওয়ায় বিধানসভায় এনডিএ'র সদস্য এখন ৪৫।

২০২২ সালের মার্চের শেষ দিকে মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনে জেডিইউ'র মোট ছয়টি আসন পেয়েছিল। তবে ওই বছরেই সেপ্টেম্বরে ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন জেডিইউ এমএলএ দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। ফলে ৬০ সদস্যের বিধানসভায় জেডিইউ'র সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়ায় একজনে। সরকার চালাতে বীরেন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না।

এদিকে, রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি কী কারণে নীতিশ মণিপুরে বিজেপির হাত ছেড়ে দিলেন।

ধরে নেওয়া হচ্ছে, মণিপুরে বীরেন সিংয়ের বিরুদ্ধে যে অপশাসনের অভিযোগ উঠেছে, সেই কারণে জোট ছাড়ল জেডিইউ। দীর্ঘ দেড় বছরের বেশি সময় চলা সহিংসতায় মণিপুরে এ পর্যন্ত আড়াইশ'র বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, ঘরবাড়ি হারিয়েছেন ৫০ হাজারের বেশি মানুষ।

তবে পর্যবেক্ষকদের মতে, জোট ছাড়ার আসল কারণ অন্য। ২০২৫ সালের শেষের দিকে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। মনে করা হচ্ছে, এই নির্বাচনে এবারে বিজেপি এককভাবে ক্ষমতায় আসতে সব শক্তি প্রয়োগ করবে।

নীতিশ কুমারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচনে লড়লেও তাকে এবারে মুখ্যমন্ত্রী করতে রাজি নয় বিজেপি। কারণ, বিজেপি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তিনি প্রতিবারই কম সংখ্যক আসন পেয়েও মুখ্যমন্ত্রী হন। ২০২৫ সালে বিজেপি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বলে আশা করছে। ফলে জোটসঙ্গী হলেও বিজেপি নীতিশ কুমারের দলকে এবার বেশি আসন ছাড়বে না। বিজেপি চেষ্টা করবে অধিকাংশ আসনে নিজেরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছেন নীতিশ কুমার।

এ অবস্থায় নীতীশ কুমার সাধারণত বিজেপির হাত ছেড়ে তার প্রধান বিরোধী ও ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম সদস্য রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সভাপতি লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে লড়েন অথবা নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে সমঝোতার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান। এটা তিনি অতীতে করেছেন। কম সংখ্যক আসন পেয়েও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। নির্বাচনে জেতার পরে অবশ্য আবার লালুপ্রসাদের হাত ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এভাবেই গত দেড় দশক ধরে নীতীশ কুমার বিহারে রাজনীতি করছেন।

গত রবিবারও নীতীশ আবার লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

মহাকুম্ভ ২০২৫ - নতুন ফৌজদারি আইন নিয়ে প্রয়াগরাজে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ডিজিটাল প্রদর্শনী

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি , ২০২৫

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে ত্রিবেণী মার্গ এলাকায় দেশের ৩টি নতুন ফৌজদারি আইন – ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩ এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আরও ভালোভাবে অবহিত করতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে ডিজিটাল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়াও, এই প্রদর্শনীতে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নীতি এবং ভারতীয় সংবিধানের নানা দিক ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে অ্যানাফরফিক ওয়াল, এলইডি টিভি এবং হলোগ্রাফিক সিলিন্ডারের মাধ্যমে। দৃশ্য-শ্রাব্য পদ্ধতিতে সহজ-সরল ভাষায় এই বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন বিচার ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, দক্ষ ও প্রাসঙ্গিক করে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। সাইবার অপরাধের মতো সাম্প্রতিক নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সেখানে সুনির্দিষ্ট সংস্থান রয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী রক্ষা নিখিল খাডসে পোর্ট ব্লেয়ারে পরাক্রম দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে 'জয় হিন্দ' পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি , ২০২৫

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী স্মরণে পরাক্রম দিবস উপলক্ষে আগামীকাল কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী রক্ষা নিখিল খাডসে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্লেয়ারে 'জয় হিন্দ পদযাত্রায়' অংশগ্রহণ করবেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজীর অবদান ও অদম্য সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে এই অনুষ্ঠানে। ১৫০০ জন 'মাই ভারত' যুব স্বেচ্ছাসবক এবং যুব নেতৃত্ব এতে অংশ নেবেন।

বর্ণাঢ্য এই পদযাত্রা শুরু হবে ফ্ল্যাগ পয়েন্ট থেকে, শেষ হবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের প্রতীক নেতাজী স্টেডিয়ামে। প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে এই পদযাত্রা। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজীর অবদানের প্রতি সম্মান জানানোর পাশাপাশি স্বাধীন ও প্রগতিশীল ভারতের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর নানা দিক তুলে ধরা হবে সেখানে।

এছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর আত্মত্যাগ ও চিন্তাভাবনার বিষয়ে তরুণদের অনুপ্রাণিত করে তুলতে যুবক-যুবতীদের জন্য "সুভাষ চন্দ্র বসু এবং স্বাধীনতা আন্দোলন" এই থিমের ওপর প্রবন্ধ রচনা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ক্যুইজের আয়োজন করা হয়েছে। সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবন ও আদর্শ তুলে ধরা হবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। নেতাজীর জীবন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর কৃতিত্ব তুলে ধরা হবে এক চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এর পাশাপাশি দেশ গঠন এবং সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য বেশ কয়েকজন যুবক-যুবতীকে সম্মান জানানো হবে এই অনুষ্ঠানে।

মন্ত্রক এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য দেশের যুবক-যুবতীদের আহ্বান জানিয়েছে। এর জন্য মাই ভারত পোর্টাল http://www.mybharat.gov.in/-এ নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্ত্রী নির্যাতনের অভিযোগ

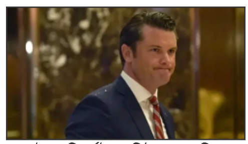

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মনোনীত পিট হেগসেথের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। হেগসেথের ভাইয়ের সাবেক স্ত্রী ড্যানিয়েল হেগসেথ মার্কিন সিনেটের আর্মড সার্ভিসেস কমিটির কাছে এ-সংক্রান্ত একটি হলফনামা দিয়েছেন।

সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, সাবেক দ্বিতীয় স্ত্রীর ওপর নিপীড়ন চালাতেন হেগসেথ। ওই হলফনামার একটি অনুলিপি থেকে এমন তথ্য জানা গেছে।

হেগসেথের বিরুদ্ধে অভিযোগটি মঙ্গলবার প্রকাশ পায়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে সিনেটে তাঁর মনোনয়ন-সংক্রান্ত শুনানির এক সপ্তাহ ও ভোটাভুটিতে সিনেট আর্মড সার্ভিসেস কমিটি মনোনয়ন অনুমোদন করার এক দিন পর এমন অভিযোগ করা হলো। তাঁর নিয়োগ চূড়ান্ত করার বিষয়টি এখন পূর্ণাঙ্গ সিনেটে পাঠানো হয়েছে। সেখানে ভোটাভুটি হবে।

সিনেমার খবর

বলিউডে প্রথম ছবির জন্য কে কত পেয়েছিলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউড তারকাদের জীবন ঝলমলে মোড়কে মোড়া। কোনো তারকা আসেন একদমই বাইরের জগত থেকে কেউ আবার স্টার কিড, ফিল্মি ঘরানার সদস্য। কেউ বলিউডে হালে পানি পান না, কেউ বা পান সেরার শিরোপা। অমিতাভ বচ্চন থেকে অক্ষয় কুমার, দেখে নিন ক্যারিয়ারের প্রথম ছবিতে জনপ্রিয় তারকরা কে কত পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন।

১. সালমান খান

সালমানের প্রথম ছবি 'বিবি হো তো অ্যায়সি'। এই ছবিতে কাজ করার জন্য নাকি প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে পারিশ্রমিক পেতেন সালমান। সেখান থেকেই তিনি পরিচালক সূরজ বরজাতিয়ার নজরে পড়ে যান। পরের ছবি 'ম্যায়নে প্যার কিয়া'র জন্য ৩১ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছিল ভাইজানকে।

২. অমিতাভ বচ্চন

১৯৬৯ সালে মৃণাল সেনের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'ভুবন সোম'-এ ভয়েস ন্যারেটর হিসেবে কাজ করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন। সেখান থেকে 'সাত হিন্দুস্তানি' ছবিতে তাকে নিয়েছিলেন পরিচালক খাজা আহমেদ আব্বাস। এটিই অমিতাভ বচ্চনের প্রথম ছবি, পেয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকা।

৩. হৃতিক রোশন

মাত্র ৬ বছর বয়সে প্রথম অভিনয় করেন হৃতিক। ১৯৮০ সালে ওম প্রকাশের 'আশা' ছবিতে কাজ করেছিল ছোট্ট হৃতিক। ছবিটির জন্য তিনি পেয়েছিলেন ১০০ টাকা

৪. অক্ষয় কুমার

প্রথম ছবি ১৯৯১ সালে, রাজ সিপ্পির 'সৌগন্ধ'। ডেবিউ ছবির জন্য পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন এই নায়ক।

৫. সিদ্ধার্থ মালহোত্রা

প্রথম ছবি 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার'-এর জন্য ১ লাখ ১০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন

৬. টাইগার শ্রফ

প্রথম ছবিতেই এক কোটি টাকারও বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন তিনি।

৭. আয়ুষ্মান খুরানা

অভিনয়ের জগতে হাতেখড়ি সুজিত সরকারের 'ভিকি ডোনার' ছবি দিয়ে। এই ছবিতে কাজ করার জন্য আড়াই লাখ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন আয়ুষ্মান।

চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত সামান্থা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কিছুদিন আগেই অসুস্থতা থেকে সেরে উঠেছেন সামান্থা রুথ প্রভু। সেই সুস্থতার সময় দীর্ঘায়িত হওয়ার আগেই এলো দুঃসংবাদ। আবারও অসুস্থ হয়েছেন দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। এবার এ অভিনেত্রীকে কাবু করেছে মশাবাহিত রোগ।

পিঙ্কভিলার এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, মশাবাহিত রোগ চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন সামান্থা। এ কারণে শরীরের প্রতিটি অস্থিসন্ধিতে ব্যথা অনুভব করছেন দক্ষিণী এই নায়িকা।

ইনস্টাগ্রামের স্টোরিতে রেড লাইট থেরাপি ক্লিনিকের বাইরে থেকে তোলা একটি ছবি পোস্ট করেছেন সামান্থা। সেখানে নোট হিসেবে লিখেছেন, 'আমার জয়েন্টগুলো এখনো সুখী হতে পারেনি।' এরপরই হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখেছেন রিকভারিমোড, রেডলাইটথেরাপি।

অভিনেত্রী জানিয়েছেন, চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে একদম বিছানায় পড়ে গেছেন তিনি। চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। অসুস্থতার জন্য শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও মনের দিক থেকে শক্ত রয়েছেন বলেও জানিয়েছে সামান্থা।

এর আগেও অসুস্থতায় ভুগেছেন তিনি। এর আগে মায়োসাইটিস নামক বিরল রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে তাকে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণী সিনেমায় অভিনয় করছেন সামান্থা। তবে 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান-২' সিরিজের মাধ্যমে দর্শকের কাছে পরিচিতি লাভ করেন তিনি। এছাড়া পরবর্তী সময়ে 'পুষ্পা: দ্য রাইজ' সিনেমায় আইটেম গানে নেচে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন সামান্থা।

৪ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলাম, সবাই ভেবেছিল মারা গেছি : আমিশা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

২০২৩ সালে বলিউডের 'গদর টু' সিনেমা নব্বই দশকের মানুষের নস্টালজিক অনুভূতি এনে দেয়। সেই ছবিতে এক আইকনিক ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে রীতিমতো জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যায় অভিনেত্রী আমিশা প্যাটেলের। সেই সিনেমার একটি দৃশ্যে শরীরে পানি ঢালায় অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিনেত্রী। দীর্ঘক্ষণ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ফলে অনেকেই ভেবেছিলেন তিনি মারা গেছেন!

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আমিশা বলেন, 'একটি দৃশ্যে আমাকে পানির মধ্যে কিছুক্ষণ থাকতে হয়েছিল। আমি পরিচালককে বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম পানি গরম আছে কিনা। অনিল জি আমাকে বলেছিলেন, পানি গরম থাকবে আমি যেন চিন্তা না করি। কিন্তু যখন শট দিতে গিয়েছিলাম তখন

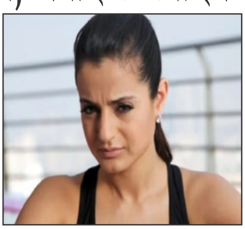

দেখি পানি কনকনে ঠান্ডা।'

অভিনেত্রী বলেন, 'আমি একটি পাতলা সালোয়ার কামিজ পরেছিলাম। প্রথম যখন আমার ওপর পানি ঢালা হয়, তখন আমি রীতিমতো কেঁপে উঠেছিলাম। কারণ পানি বরফের মতো ঠান্ডা ছিল। সেই ঠান্ডা পানি নিয়েই শুট হয়। আর তাতেই আমার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।'

তিনি বলেন, 'শুট শেষ হওয়ার পর আমার সহকর্মীরা আমার পা ঘষে দেয় কিন্তু আমার ততক্ষণে সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে। সবাই অনেক চেষ্টা করে কিন্তু ততক্ষণে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমাকে তড়িঘড়ি মেকআপ ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রায় চার ঘণ্টা আমার জ্ঞান ছিল না। সবাই প্রায় ভেবেছিল আমি আর বাঁচব না।'

আমিশা আরো বলেন, '৪ ঘণ্টা পর যখন আমি চোখ মেলে তাকিয়ে ছিলাম, তখন দেখি সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। বুঝতে পারি আমাকে নিয়ে খুব টেনশনে ছিল সবাই। কিন্তু এই চার ঘণ্টায় ঠিক কী হয়েছিল আমার মনে নেই।'

প্রসঙ্গত, 'গদর টু' বক্স অফিসে প্রায় ৫০০ কোটির বেশি আয় করেছিল। ২০২৩ সালের সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্রের মধ্যে অন্যতম ছিল এই সিনেমাটি। যদিও শুরু আয়ের দিক থেকে নয়, জনপ্রিয়তার দিক থেকেও এই সিনেমাটি এগিয়েছিল অনেকটাই।

অভিষেক তাণ্ডব, ইডেনে রান তাড়া করে ৭৭ বলেই জয় ভারতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রথম দু-ওভারে স্ট্রাইকই পাননি। স্ট্রাইক পেতেই বিধ্বংসী অভিষেক শর্মা। ১২ বলে ২৩ রান তুলে শুরু থেকেই দাপট সঞ্জু স্যামসনের। দলীয় ৪১ রানে প্রথম উইকেট হারায় ভারত। জোফ্রা আর্চারের বোলিংয়ে মিস পুল শট, গাস অ্যাটকিনসনের হাতে ক্যাচ। ২০ বলে ২৬ রানে ফেরেন সঞ্জু। ভারতের গত দুটি টি-টোয়েন্টিতে তিনে নামানো হয়েছিল তিলক ভার্মাকে। এ দিন ডান হাতি সঞ্জু আউট হওয়ায় তিনে নামেন ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব। যদিও ৩ বলে রানের খাতা না খুলেই আউট সূর্য। মিড উইকেটে খেলতে চেয়েছিলেন। আর্চারের স্লোয়ার বুঝতে পারেননি। তিলক চারে নামেন, চার মেরেই শুরু করেন।

অভিষেক শর্মার সঙ্গে জুটি ক্রমশ মজবুত হতে থাকে তিলকের। অভিষেক শর্মা রীতিমতো তাণ্ডব চালান। ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ লেগ স্পিনার আদিল রশিদ নিজের বোলিংয়ে অভিষেকর ক্যাচ ফেলেন। এর পরের দুটি ডেলিভারিই গ্যালারিতে পাঠান অভিষেক। ২০ বলে হাফসেঞ্চুরি পার অভিষেক শর্মার। দলে থাকলেও তাঁর জায়গা পাওয়া নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন উঠছিল। ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে হাফসেঞ্চুরির পর সেলিব্রেশনেই বুঝিয়ে দিলেন, তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের যোগ্য।

অবশেষে সেই আদিল রশিদের বোলিংয়েই থামে অভিষেকের ইনিংস। ৩৪ বলে ৭৯ রান করেন। ৫ টি বাউন্ডারি ৮টি ওভার বাউন্ডারি! স্ট্রাইকরেট ২৩২-এর উপরে। ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেন। এখান থেকে শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। ৭৭ বলেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। সাপোর্টিং রোলটা ভালো ভাবেই পালন করেন তিলক ভার্মা। ১৬ বলে ১৯ রান তিলকের। ৪৩ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেটে জয়।

ডিসেম্বরের সেরা নারী ক্রিকেটার সাদারল্যান্ড

অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দারুণ এক স্বীকৃতি পেয়েছেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। ডিসেম্বর মাসের সেরা নারী ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ান এই অলরাউন্ডার। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বোর্ডার-গাভাস্কার টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ডিসেম্বর মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ভারতের জাসপ্রিত বুমরাহ।

ডিসেম্বর মাসের সেরা পুরুষ ও নারী ক্রিকেটারের নাম মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) প্রকাশ করে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্তা সংস্থা আইসিসি। সাদারল্যান্ড ও বুমরাহ দুইজনই দ্বিতীয়বার পেলেন আইসিসি প্লেয়ার অব দা মান্থ সম্মাননা। সেরার পুরস্কার জেতার লড়াইয়ে সাদারল্যান্ড হারান ভারতের ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার ননকুলুলেকো এমলাবাকে। আর বুমরাহ পেছনে ফেলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার ড্যান প্যাটারসনকে। আর

ডিসেম্বরে ব্যাট-বলে আলো ছড়ান সাদারল্যান্ড। ৬ ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে ২৬৯ রান করেন ৬৭.২৫ গড় ও ১১৩.৯৮ স্ট্রাইক রেটে। টানা দুটি সেঞ্চুরি করেন ভারত ও নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে। এছাড়া বল হাতে ওভারপ্রতি ৩.৮৫ রান দিয়ে উইকেট নেন ৯টি। দুইটি সিরিজেই সেরার খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান তিনি। ওই চমৎকার পারফরম্যান্স তাকে এনে দিল আরেকটি বড় স্বীকৃতি।

অন্যদিকে, ডিসেম্বরে তিনটি টেস্ট খেলে মাস সেরার পুরস্কার জিতলেন বুমরাহ। ওই তিন টেস্টে ১৪.২২ গড়ে তিনি উইকেট নেন মোট ২২টি। অ্যাডিলেইড টেস্টে প্রথম ইনিংসে বুমরাহ ৬১ রানে নেন ৪ উইকেট। ব্রিজবেনে প্রথম ইনিংসে ৭৬ রানে ৬টির পর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮ রানে নেন ৩টি। এরপর মেলবোর্নে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেন ৯৯ রানে, দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৭ রানে ৫টি। এতে টেস্ট বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ভারতের ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেটিং পয়েন্ট অর্জনের কীর্তি গড়েন তিনি।

ডিসেম্বরের সেরা ক্রিকেটার বুমরাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুরদান্ত পারফরম্যান্স করেছে যশপ্রীত বুমরাহ। এবার তার জন্য বড় পুরস্কার পেলেন এই তারকা ভারতীয় পেসার। আইসিসির ঘোষণায় ডিসেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটার হলেন তিনি।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি জানিয়েছে, প্যাট কামিন্স ও ডেন প্যাটারসনকে পেছনে ফেলে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন বুমরাহ।

ডিসেম্বরে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ায় তিন টেস্টে ১৪.২২ বোলিং গড়ে ২২ উইকেট নেন বুমরাহ। ওই তিন টেস্টের একটিতেও অবশ্য জিততে পারেনি ভারত। ওই তিন ম্যাচের দুটিতে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া, ড্র হয়েছে অন্যটি।

যশপ্রীত বুমরাহ

অ্যাডিলেডে দিবারাত্রির টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া বুমরা ব্রিসবেনে পরের টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে নেন ৯ উইকেট। এরপর বক্সিং ডে টেস্টেও ৯ উইকেট পেয়ে যান। পুরো সিরিজে পাঁচ ম্যাচে ৩২ উইকেট পেয়ে এক সিরিজে ভারতীয় পেসারদের উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়েছেন। শুধু ডিসেম্বরেই নয়, পুরো ২০২৪ সালেই অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স ছিল বুমরাহর। ১৩ টেস্টে ১৪.৯২ গড়ে ৭১ উইকেট নিয়েছেন। এরপর তো সর্বকালের সেরা পেসারদের সঙ্গেই তুলনা শুরু হয়েছে বুমরাহর।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR